দৈনিক ইনকিলাব

183

তারিখ 25.JUN.1987 … …
পৃষ্ঠা… ……5 কলাম… 3. …

১০ই আষাঢ় ১৩৯৪ সং

শিক্ষাঙ্গনে

নকল প্রবণতা ও পরীক্ষা কেন্দ্র

সরকার চলতি সনে ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছেন। ঐসব কেন্দ্র অসদুপায় অবলম্বনের কারণেই বাতিল করা হয়। দেরি হলেও এটা একটা শুভ পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। জানা গেছে, স্বাধীনতার পর ঐ সব কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল হয়ে আসছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন থেকে সেই একই খেলা চলছে এবং এর জন্য কয়েকশ' পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, বহু কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা থেকে নকল সরবরাহকারীর সংখ্যা অধিক। কোন কোন কেন্দ্রে, নকল দেয়ার সুবিধার দাবী জানিয়ে ছাত্ররা মিছিল বের করে। এবারের এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হয়েছিলো কিন্তু 'সবই গরল ভেল'। কথা হচ্ছে, নকলের রাজত্ব কায়েম করে যদি পরীক্ষার্থীরা পাস করে তাহলে পরীক্ষার মূল্য কি? এ ব্যবস্থাকে আমরা আত্মশ্লাঘার নামান্তর বলে মনে করি। মোট কথা, গোড়ায় গলদ রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে পথে চলছে তাকে আমরা কোন মতেই সঠিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে পারি না।

বলা বাহুল্য, স্যার আশুতোষের আমলে একবার ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট বানাবার কথা উঠেছিল। বর্তমান যুগ সে যুগ নয়। এ যুগ কারিগরি ও বিজ্ঞানের যুগ।

শুধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা যে নকল প্রবণ হয়ে উঠেছে, এমন নয়, এসএসসি পরীক্ষায়ও ব্যাপক হারে নকল হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ওগুলোতে নকলের আধিক্য সৃষ্টি হয়। '৭২ ও '৭৩ সনের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীরা বই খুলে পরীক্ষা দেয়। সত্যি বলতে কি, তখন থেকেই এ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পূর্বে সাবেক মহকুমা সদরগুলোতে পরীক্ষা কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল এবং ওগুলোতে পরীক্ষার্থীরা হাজির হয়ে স্বল্পমেয়াদী রুটিনের মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারতো।

স্বাধীনতার পর এমন সব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সেগুলোর সাথে জেলার কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। পরীক্ষার পর এমনও দেখা যায় যে, ঐসব কেন্দ্রের কোনটিতে পরীক্ষার খাতা কয়েক দিন পড়ে থাকে। এতে, বিশেষ করে যে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ঐসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের ইচ্ছামাফিক খাতা শুধরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রাইভেট বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ঐসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চুক্তি ভিত্তিক ভর্তি করা হয় এবং তাদের পরীক্ষা পাসের গ্যারান্টি দিয়ে বড় অংকের টাকা আদায় করা হয়। তাদের এমন কেন্দ্রে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়, যার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ন ও অসাধু কর্মচারীর যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে যে, এ সহজ পাসের পথ থাকায় পল্লীর বহু বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমতে শুরু করেছে।

আমাদের মতে, এ দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে হলে গোড়ার দিকে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ঢেলে সাজাতে হবে। অর্থাৎ ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর শেষে দু'টি বাধ্যতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতেই হবে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে যাতে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পারে সেই ব্যবস্থা করা নিতান্তই প্রয়োজন। কেবল ১০ম শ্রেণীর একটিমাত্র পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির সৃষ্টি হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীগুলোতে পাঠ্যপুস্তকের আধিক্য হ্রাস করে কারিগরি ও যুগোপ্রযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্তই অপরিহার্য। স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে বাতিল করে জেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। পরীক্ষা যাতে স্বল্প মেয়াদী রুটিনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যবস্থাও কার্যকর করা প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদী রুটিন নকলের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তা গরীব অভিভাবকদের উপর এক আর্থিক বুঝাস্বরূপ হয়ে উঠে।

৮ম শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীভাবে চালু করলে পল্লীবাসী উপকৃত হবে। এখন থেকেই যাতে অপ্রয়োজনীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, ঐসব নামকাওয়াস্তে পল্লীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাস করে থাকে।

মোট কথা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও ত্রুটিহীন করতে হবে। নইলে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষিত যুব সমাজ এ ধরনের শিক্ষা থেকে শুধু আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল হয়েই উঠবে। আর এতে দেশের শিক্ষার অবনতি যে ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—আবু মোহাম্মদ আদীল